প্রত্যয়

আমরা জানি যে, অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই শব্দ। আমাদের বিশাল শব্দভান্ডারের মধ্যে এক ধরণের শব্দ আছে যেগুলো কোন না কোন কাজ করা বোঝায়। এগুলো ক্রিয়াপদ। ক্রিযাপদের বাইরে আর যত ধরণের শব্দ আছে সেগুলো নামপদ বা নামশব্দ। ক্রিয়া ও নামশব্দ এ দু'ধরণের শব্দেরই একটি মূল বা শিকড় রয়েছে। এই মূল অংশটা কে বলা হয় প্রকৃতি। ক্রিয়াপদের মূলকে ক্রিয়া প্রকৃতি এবং নামশব্দের মূলকে নাম প্রকৃতি বলা হয়।

বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনে বা নির্মানে প্রত্যয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্যয়: যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ শব্দমূল বা ক্রিয়ামূলের পরে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে প্রত্যয় বলে।

প্রত্যয় ২ প্রকার: কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়।

১। কৃৎ প্রত্যয়: ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতুর পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে শব্দ গঠিত হয় তাকে কৃদন্ত শব্দ বলে। বাংলা ভাষায দুই ধরনের কৃৎ প্রত্যয় আছে যেমন: (ক) বাংলা কৃৎ প্রত্যয় (খ) সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়।

যেমন: চল + অন্ত=চলন্ত [ধাতু বা ক্রিয়ামূলের আগে মূল চিহ্ন '√' বসে] এখানে 'চল' ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু, 'অন্ত' কৃৎ প্রত্যয় এবং 'চলন্ত' কৃদন্ত শব্দ।

২। তদ্ধিত প্রত্যয়: নাম প্রকৃতি বা নামশব্দের পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে শব্দ গঠিত হয় তাকে তদ্ধিতান্ত শব্দ বলে। বাংলা ভাষায় তিন ধরনের তদ্ধিত প্রত্যয় আছে যেমন: (ক) বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় (খ) সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় (গ) বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়।

যেমন: মেঘ + লা= মেঘলা এখানে 'মেঘ' নাম শব্দ বা নাম প্রকৃতি, 'লা' তদ্ধিত প্রত্যয় এবং 'মেঘলা' তদ্ধিতান্ত শব্দ।

বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়: শব্দের পরে যেসব বিদেশি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন:

বাড়ি+ ওয়ালা= বাড়িওয়ালা দাদা+ গিরি = দাদাগিরি

প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতু বা শব্দের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতির মূলস্বর (আদ্যবর্ণস্থিত স্বর) -এর পরিবর্তনও হতে পারে। এ পরিবর্তন সব ক্ষেত্রে হয় না, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। প্রকৃতির এ মূলস্বরের পরিবর্তনকে গুণ, বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণ বলা হয়। এই তিনটিকে একত্রে 'অপশ্রুতি' বলে ।

ক। গুণের পরিবর্তন: প্রকৃতির মূলস্বরের পরিবর্তন নিম্নরূপ:

(১) ই বা ঈ স্থানে এ হয়। যেমন: √ চিন্ +আ=চেনা (ই স্থলে এ হলো);

√নী + আ = নেওয়া (ঈ স্থলে এ হলো)

(২) উ বা ঊ স্থলে ও হয়। যেমন: √ধু + আ = ধোয়া (উ স্থলে ও হলো

√মুড়্ + অক =মোড়ক

(৩) ঋ স্থলে অর হয়। যেমন: √ কৃ + তৃ = করতা ≥ কর্তা

খ। বৃদ্ধির পরিবর্তনে ; প্রকৃতির মূল স্বরের পরিবর্তন নিম্নরূপ:

(১) অ স্থলে আ হয়। যেমন :√ পচ্+অক (ণক)=পাচক (পচ্- এর অ স্থরে আ হলো;

(২) ই বা ঈ স্থলে ঐ হয়। যেমন: শিশু+ অ (ষ্ণ)= শৈশব (ই স্থলে ঐ হলো।

নিশা + অ=নৈশ

(৩) উ বা ঊ স্থলে ঔ হয়। যেমন: যুবন + অ = যৌবন (উ স্থলে ঔ হলো)

ভূত + ইক= ভৌতিক (ঊ স্থলে ঔ হলো)

গ। সম্প্রসারণ

(১) ব স্থলে উ হয় যেমন: √ বচ্ + ত= উক্ত

(২) র স্থলে ঋ হয়। যেমন: √গ্রহ্ + ত =গৃহিত

(৩) য স্থলে ই হয়। যেমন: √যজ্ + তি =ইষ্টি